কপ-২৭ জলবায়ু সম্মেলন এবং বাংলাদেশের অবস্থান ও নাগরিক সমাজের মতামত

১. জলবায়ু পরিবর্তন আলোচনাঃ রাজনৈতিক অর্থনীতি ও বিপদাপন্ন দেশগুলোকে অধিকার বঞ্চিতকরন ও সম্পদ স্থানান্তরের নতুন প্রয়াস

১৯৯২ সালে অনুষ্ঠিত ধরিত্রী সম্মেলনের পর জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা নিয়ে ২৬টি বৈশ্বিক সম্মেলন হয়েছে। সম্মেলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব থেকে বিশ্বকে রক্ষা করে কিভাবে টিকে থাকা যায় তার কৌশল নির্ধারন এবং এসকল কৌশলসমুহ বাস্তবায়ন করা। শুরুতে জলবায়ু পরবির্তনের জন্য ধনী দেশগুলো তাদের দায় স্বীকার করে গ্রীন হাউস গ্যাস হ্রাস করা, বিপদাপন্ন দেশগুলোকে টিকে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তার প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু সময়ের পরিবর্তনে আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি তাদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি থেকে তারা ক্রমান্বয়ে দুরে সরে যাচ্ছে। **জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার পরিবর্তে বরং বিষয়টিকে ব্যবহার করে কিভাবে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সুবিধা/ফায়দা আদায় করা যায় ধনী দেশসমুহ সেই চেষ্টাই করে যাচ্ছে।** যে কারণে বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব হ্রাস পাওয়ার পরিবর্তে ক্রমান্বয়েই এর ব্যাপকতা ও তীব্রতা আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে। ধনী দেশগুলোর এসকল দুর্যোগ মোকাবলার সামর্থ্য থাকলেও দরিদ্র এবং অতি বিপদাপন্ন দেশগুলো দুর্যোগজনিত ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়ে আরও দরিদ্র হচ্ছে এবং দুর্যোগ মোকাবেলায় তাদের ভবিষ্যত আর্থ-সামাজিক সক্ষমতা কমে যাচ্ছে। আমরা বিশ্বাস/আশংকা করছি যে, **রাজনৈতিক এই জটিল প্রক্রিয়ার অবশ্যম্ভাবি ফলাফল হিসাবে ধনী দেশগুলো কোনদিনই তাদের প্রতিশ্রুতি পালন করবে না বরং এর মাধ্যমে তাদের আবির্ভূত নিত্যনতুন শর্তসমুহ ক্রমান্বয়ে দরিদ্র দেশগুলোর সার্বভৌমত্ব বিশেষ করে পরিকল্পনা ও কাংখিত দেশজ উন্নয়ন কার্যক্রম নিয়ন্ত্রনের মাধ্যমে দরিদ্র দেশগুলোর সম্পদ কুক্ষিগত করার নতুন সুযোগ সৃষ্টি করবে।**

কেন আমরা এটা বলছি তার পেছনেও যুক্তি এবং অভিজ্ঞতা আমাদের রয়েছে। আমরা দেখেছি ধনী দেশগুলো ৮০'এর দশকে তথাকথিত কাঠামোগত সমন্বয় প্রক্রিয়ার [Structural Adjustment Policy] নামে দরিদ্র ও স্বল্পোন্নত দেশসমুহে তাদের উন্নয়ন পরামর্শ চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তার ফলে দরিদ্র দেশগুলোর কোন অর্থনৈতিক উন্নয়ন হয়নি বরং বাজার উদারীকরনের মাধ্যমে দরিদ্র দেশসমুহ থেকে সম্পদ ধনী দেশগুলোতে স্থানান্তর হয়েছে এবং ধনী দেশ সমুহের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সুংসহত হয়েছে। বিগত কয়েক দশকে এ ব্যবস্থার মাধ্যমে সম্পদ স্থানান্তরের প্রক্রিয়া হ্রাস পাওয়ায় আমরা দেখতে পাচ্ছি ধনী দেশগুলোর প্রবৃদ্ধিও স্থবির হচ্ছে। যে কারনে ধনী দেশগুলো জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা বিষয়টি গত কয়েক দশক ধরে সামনে নিয়ে আসছে। **জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা বিষয়টি বাস্তবায়নে প্রচুর সম্পদ ও নতুন কারিগরী/প্রযুক্তিগত বিনিয়োগ প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু প্রচলিত বাজার অর্থনীতি এবং পুরাতন প্রযুক্তিগত বিনিয়োগের মাধ্যমে এখন আর দরিদ্র দেশগুলো থেকে সম্পদ স্থানান্তর করা সম্ভব হচ্ছে না বিধায় জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় নতুন কারিগরী/প্রযুক্তিগত বিনিয়োগের ধারনা দেওয়া হচ্ছে এবং এর মাধ্যমেই ধনী দেশসমুহ ভবিষ্যতে দরিদ্র, স্বল্পোন্নত এবং বিপদাপন্ন দেশগুলোর অর্থনীতি নিয়ন্ত্রন এবং প্রয়োজনীয় সম্পদ স্থানান্তর সম্ভব**। এরকম প্রেক্ষাপটে আগামী নভেম্বর মাসে মিশরের পর্যটন নগরী "শার্ম এল শেখ" এ বৈশ্বিক জলবায়ু সম্মেলনের ২৭তম [কপ-২৭] আয়োজন অনুষ্ঠিত হবে। আমরা বোঝার চেষ্টা করছি ১৯৯২ সালের ধরিত্রী সম্মেলনে সারা বিশ্ব কি প্রত্যাশা করেছিল এবং সর্বশেষ কপ [কপ-২৬] সম্মেলনে এসকল প্রত্যাশার কি ধরনের রূপান্তর হয়েছে।

২. জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় নিত্যনুতন ধারনাঃ বিশ্বকে রক্ষা করার চাইতে নিজের স্বার্থকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা

কপ-২৬ সম্মেলনটি এমন একটি সময়ে অনুষ্ঠিত হয় যখন সারা বিশ্বে কেভিড-১৯ মাহামরি হিসাবে চলছিল। কোভিড মাহামরির মধ্যে কপ সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হবে নাকি তারিখ পিছিয়ে দিবে এমন দ্বিধাদন্ধের মধ্যেই যুক্তরাজ্য সরকার সরাসরি উপস্থিতিতে কপ সম্মেলন অনুষ্ঠানের তারিখ ঘোষনা করে। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞগণ মনে করছেন ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে বের হয়ে যাওয়া ব্রেক্সিট পরবর্তী সময়ে নিজের অবস্থান ও নেতৃত্ব প্রকাশ করার লক্ষ্য নিয়েই যুক্তরাজ্য এই সম্মেলনের আয়োজন করে। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের এ ধরনের মতামতের প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই কপ-২৬ সম্মেলনে যুক্তরাজ্যের ভূমিকা নিয়ে। কারন আমরা প্রত্যাশা করেছিলাম কপ-২৬ সম্মেলনে যুক্তরাজ্যে প্যারিস চুক্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে জলবায়ু ন্যায় বিচারের বিষয়সমুহ প্রধান্য পাবে এবং ধনী দেশগুলো বৈশ্বিক তাপমাত্রা হ্রাস, কার্যকর আর্থিক সহায়তা নিশ্চিতকরন এবং বিপদাপন্ন দেশগুলোর ক্ষয়ক্ষতি মোকাবেলায় প্যারিস চুক্তির আওতায় নির্ধারিত কর্মসুচির বাস্তবায়নে জোরদার পদক্ষেপ গ্রহনে ভূমিকা রাখবে, যাতে আলোচনা থেকে একটা ভাল ফলাফল পাওয়া যায়। যুক্তরাজ্য সে ধরনের কোন ভূমিকা রাখেনি। বরং আমরা দেখতে পেয়েছি যে, সম্মেলনে যুক্তরাজ্য " নেট জিরো নির্গমন [Net Zero Emission]" এবং "সম্মিলিত বৈশ্বিক জলবায়ু অর্থায়ণ [New Collective Quantified Goal on Finance -NCQG]" নামে দুটি নতুন ধারনা হাজির করে যা প্রকৃতঅর্থে প্যারিস চুক্তির নীতির সাথে সামঞ্জস্যপুর্ন নয় [ধারা-৪.১ বিজ্ঞানভিত্তিক দ্রুত সম্ভব গ্রীণ হাউস গ্যাস হ্রাস করার চুক্তি]। কারন এই ধারনাসমুহ মূলত প্যারিস চুক্তির ধারা ৪.১ এর বিকল্প হিসাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

কপ-২৬ জলবায়ু সম্মেলনে যুক্তরাজ্যের এই সকল নতুন তত্ব/ধারনা উপস্থাপনের মূল উদ্দেশ্য ছিল কার্বন উদগীরণকারী দেশসমুহকে প্যারিস চুক্তির অনুসৃত নীতি কৌশলকে বাস্তবায়নের বাধ্যবাধকতা থেকে সুরক্ষা দেওয়া এবং এর মাধ্যমে নিজের নেতৃত্বকে সুসংহত করা। আমরা দেখতে পেয়েছি কপ-২৬ সম্মেলনের এ দুটি বিষয় প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা হয়েছে এবং ধনী/দূষণকারী দেশগুলো তাকে সহায়তা করেছে। পাশাপাশি জলবায়ু বিপদাপন্ন দেশসমুহ এ দুটি নতুন তত্বের কারনে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে, কারন যুক্তরাজ্য বলার চেষ্টা করেছে যে সকল দেশ এ আহবানে সাড়া দেবে এবং তারা নেতৃত্বের আসনে থাকবে এবং যারা সাড়া দিবে না তারা হতে পারে অলস [Laggards]। দরিদ্র ও বিপদাপন্ন দেশসমুহ অনেকটা অনিচ্ছা সত্বেও তাদের এবং এই নতুন তত্ব মানতে বাধ্য হয়েছে, কারন বৈশ্বিক শর্তপুরণে তাদেরও অনেক অর্থ ও বিনিয়োগ দরকার হবে।

৩. কপ-২৭ সম্মেলন আমাদের প্রত্যাশাঃ বিপদাপন্ন দেশগুলোর লড়াইয়ের শেষ কোথায়

কপ-২৭ সম্মেলন আমাদের প্রত্যাশা কি এটা বলার পুর্বে আমাদের বলা উচিৎ বিগত জলবায়ু আলোচনাসমুহ আমাদের বিশেষ করে দরিদ্র, স্বল্পোন্নত ও জণবায়ু বিপদান্ন দেশগুলোর জন্য কেমন ছিল। উত্তর হচ্ছে মোটেই সুখকর বা স্বস্তিদায়ক ছিল না। কারন প্রতিটি জলবায়ু আলোচনাতেই বিপদাপন্ন দেশগসমুহকে তাদের অধিকার আদায়ের জন্য ধনী দেশগুলো বিশেষ করে কার্বন উদগীরনকারী দেশগুলোর সাথে লড়তে হয়েছে এবং অভিজ্ঞতা বলছে বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই বিপদাপন্ন দেশগুলোর স্বার্থ আদায়ে ব্যর্থ হয়েছে এবং যেটুকু আদায় হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে তা আসলে প্রকৃত স্বার্থকে ছাড় দেওয়ার কারনে ঘটেছে। সুতরাং অভিজ্ঞতা বলছে আসন্ন জলবায়ু আলোচনাও [কপ-২৭] আমাদের মত বিপদাপন্ন দেশগুলোর জন্য সুখকর হবে না। **কারন কপ-২৭ সম্মেলনে এবারের আলোচ্য বিষয় এবং ধনী দেশগুলোর সম্ভাব্য কৌশল হচ্ছে কিভাবে কার্বন উদগীরনের দায় দরিদ্র দেশগুলোর উপর চাপানো যায়, অর্থায়নের ক্ষেত্রে অতি বানিজ্যের সুযোসমুহ নিয়ন্ত্রন করা এবং সর্বোপরি দরিদ্র দেশগুলোর ক্ষয়ক্ষতি বিষয়ক অর্থায়নের যে দাবী করা হচ্ছে তা প্রতিরোধ করা।** উক্ত সকল বিষয়গুলিই বিপদাপন্ন দেশসমুহের স্বার্থ পরিপন্থী এবং সমন্বয় করা কার্যত জটিল। যেহেতু আমাদের মত স্বল্পোন্নত দেশগুলো সক্ষমতা নানাবিধ দিক থেকে [তথ্য, অর্থ ও প্রযুক্তি] কম সুতরাং আসন্ন সম্মেলনে কাংখিত ফলাফল অর্জনে আমাদেরকে একত্রিত কণ্ঠস্বর থাকার কোন বিকল্প নাই।

৪. বৈশ্বিক তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রনঃ ধনী দেশগুলোর জন্য নমনীয়/স্ব-নির্ধারিত না সুনিদৃষ্ট কার্বন হ্রাস লক্ষ্যমাত্রা

প্রশ্ন হচ্ছে প্যারিস চুক্তি বাস্তবায়ন তথা আসন্ন কপ-২৭ জলবায়ু পরিবর্তন আলোচনা আসলে বৈশ্বিক তাপমাত্রা কাংখিত মাত্রায় হ্রাস করা এবং অতি বিপদাপন্ন দেশসমুহের স্বার্থ রক্ষা করতে পারবে কিনা? এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, গত বছর IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) কতৃক বৈশ্বিক তাপমাত্রা সম্পর্কিত একটি সর্বশেষ প্রতিবেদন [AR-6] বলা হয়েছে যে, **বৈশ্বিক তাপমাত্রা ১.৫ ডিগ্রী সেলসিয়াসের নিচে রাখতে হলে আগামী এক দশকের মধ্যেই ব্যাপক আকারে গ্রীন হাউস গ্যাস নির্গমন হ্রাস করতে হবে। অর্থাৎ আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে কমপক্ষে ৪০-৫০% গ্রীন হাউস গ্যাস নির্গমন হ্রাস করতে হবে।** আবার তারা এটাও বলেছে যদি ২০৩০ সালের মধ্যে উক্ত লক্ষ্যমাত্রায় গ্রীন হাউস গ্যাস নির্গমন হ্রাস সম্ভব না হলে তা যেন কমপক্ষে স্থিতিশীল অবস্থায় থাকে তা নিশ্চিত করতে হবে। অর্থাৎ গ্রীন হাউস গ্যাস উদগীরন এবং নির্গমন এর হার সমান হতে হবে। **IPCC 'র বিজ্ঞানীরা মূলত অনন্যোপায় বিকল্প হিসাবে নেট জিরো/ Net Zero Emission ধারনা দিয়েছেন। আর ধনী দেশগুলো এই সুযোগ গ্রহন করার চেষ্টা করছে এবং হতাশাজনক বিষয় হচ্ছে তারা নিজেরা কার্বন উদগীরন হ্রাস করার দায়বদ্ধতা পরহিার করার উদ্দেশ্যে দরিদ্র ও বিপদাপন্ন দেশগুলোকে এই ধারনা গ্রহনের জন্য চাপ দিচ্ছে।**

প্যারিস চুক্তি স্বাক্ষর পরবর্তী সময়ে [২০১৫ সাল পরবর্তী] গত কয়েক বছরে চুক্তি স্বাক্ষকারী সকল দেশসমুহ গ্রীন হাউস গ্যাস উদগীরন হ্রাস করার উদ্দেশ্য তাদের স্ব-নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্থাৎ এনডিসি [NDC-Nationally Determined Contribution] জমা দিয়েছে। প্রতি বছরই আমরা দেখতে পেয়েছি যে সেখানে ধনী/কার্বন উদগীরনকারী দেশগুলা বৈশ্বিক তাপমাত্রা ১.৫ ডিগ্রী সেলসিয়াসে সীমিত রাখার জন্য যে পরিমান উদগীরন হ্রাস করা প্রয়োজন তার চাইতে অনেক কম লক্ষ্যমাত্রা দিয়েছেন। কারন **ধনী দেশই কার্বন উদগীরন হ্রাসের ক্ষেত্রে একটি বাধ্যবাধকতামূলক এবং পরমিাপযোগ্য NDC বাস্তবায়নের আওতায় আসতে চায় না, বরং NDCs নির্ধারনে তথাকথিত "Flexibility" বা নমনীয়তার নীতি এবং নিজেরা না করে তা বাজার ব্যবস্থার (Market Mechanism) মধ্যে বাস্তবায়নের নীতি গ্রহনের দাবী জানিয়ে আসছে এবং কপ-২৬ সম্মেলনের প্যারিস চুক্তির ধারা-৬ [আন্তর্জাতিক সহযোগীতার নামে একটি দেশের কার্বন উদগীরন হ্রাস কার্যমের ফলাফল অন্য দেশে স্থানান্তর] অনুমোদনের মাধ্যমে সেটাই হতে যাচ্ছে বলে আমাদের কাছে মনে হয়েছে।**

৫. ধনী দেশগুলোর উপর কার্বন উগীরন হ্রাসের সুনিদৃষ্ট লক্ষ্যমাত্রা আরাপ করা ছাড়া বৈশ্বিক তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রন সম্ভব নয়

প্যারিস চুক্তি অনুমোদন [২০১৫ সাল বা কপ-২১ জলবায়ু সম্মেলন] পরবর্তী সময়ে বৈশ্বিক তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রন করার লক্ষ্যে সকল দেশ তাদের স্ব-নির্ধারিত কার্বন উদগীরন হ্রাসে লক্ষ্যমাত্রা [NDC-Nationally Determined Contribution] পেশ করে। এসকল এনডিসি বিশ্লেষন করে দেখা যায় যে সকল রাষ্ট্রসমুহ যদি তাদের লক্ষ্যমাত্রা ১০০% অর্জন করে তাহলেও বৈশ্বিক তাপমাত্রা ৩-৪ ডিগ্রী সেন্ট্রিগ্রেড পর্যন্ত বাড়তে পারে। এই অবস্থায় UNFCCC একটি সকল রাষ্টসমুহকে ২০২০ সালের মধ্যে তাদের NDC পর্যালোচনা করে নতুন ও সংশোধিত অর্থাৎ বর্ধিত লক্ষ্যমাত্রা জমা দেওয়ার অনুরোধ করা হয়। **কপ-২৬ সম্মেলনের পূর্বেই সকল দেশ তাদের বর্ধিত NDC জমা দিয়েছে। কিন্তু বিশ্লেষন করে দেখা গেছে যে জমাকৃত সকল দেশের বর্ধিত NDC'র লক্ষ্যমাত্রাও যদি ১০০% অর্জিত হয় তাহলে ২০৩০ সাল নাগাদ কার্বন উদগীরন হ্রাসের পরিবর্তে বরং ১৬% বাড়তে পারে। ফলে বৈশ্বিক তাপমাত্রা এ শতাব্দির শেষ নাগাদ প্রায় ২.৭ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়া আশংকা রয়েছে।** সুতরাং এটা নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে বৃহৎ কার্বন উদগীরনকারী দেশগুলো তাদের জন্য প্রয়োজনীয় উদগীরন হ্রাস লক্ষমাত্রা দেয় নাই। সুতরাং তারা বিশ্বকে রক্ষা করার কথা বললেও বাস্তবায়নে কতটা আন্তরিক তা খুবই প্রশ্নসাপেক্ষ। **আগামী বছর অর্থাৎ ২০২৩ সালে বর্ধিত NDC এবং এর বাস্তবায়নের উপর UNFCCC 'র নিয়মিত মূল্যায়ন হবে। আমরা আশা করছি ধনী দেশগুলো তাদের প্রকৃত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারন করেই বর্ধিত NDC'র পরিকল্পনা প্রনয়ন ও বাস্তবায়নের অঙ্গীকার করবেন।**

৬. কার্বন ফুটপ্রিন্ট আনুসারে ধনীদেগুলোর লক্ষ্যমাত্রা সুনিদৃষ্ট এবং এমভিসি গুলোর জন্য নমনীয় লক্ষ্য থাকা উচিৎ

এখন আমরা দেখতে চাই বৈশ্বিক তাপমাত্রা ১.৫ ডিগ্রী সেলসিয়াসে সীমিত রাখার জন্য ধনী দেশগুলোর কার্বন উদগীরন হ্রাসের লক্ষ্যমাত্রা কি হওয়া উচিৎ। আমরা এখানে "কার্বন ফুটপ্রিন্ট [Carbon Footprint]" ধারনাটি একটু আলোচনা করছি। কার্বন কার্বন ফুটপ্রিন্ট হচ্ছে উন্নয়নের জন্য একটি দেশ কি পরিমান কার্বন উদগীরন করতে পারবে তার একটি বৈজ্ঞানিক পরিমাপ। **এই ধারনা অনুসারে উন্নয়নের জন্য প্রত্যেক দেশেরই গড়ে মাথাপিছু সর্বোচ্চ ০৪ টন কার্বন উদগীরন করার অধিকার রয়েছে। অথচ আমেরিকার ক্ষেত্রে এই**

উদগীরনে পরিমান মাথাপিছু ১৬ টন, চায়না ০৮ টন, কানাডা ১৬ টন/বছর। বর্তমানে সামগ্রিকভাবে চায়না হচ্ছে সবচেয়ে বেশী কার্বন উদগীরনকারী দেশ [১২ বিলিয়ন মে:টন/বছর] এবং এর পরেই রয়েছে আমেরিকা [৫.২ বিলিয়ন মে:টন/বছর]। পক্ষান্তরে উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে বাংলাদেশের সামগ্রিক কার্বন উদগীরন হচ্ছে মাত্র ২০০ মিলিয়ন মে: টন [মাথাপছি মাত্র ৬০০ কেজি] /বছর বা তারও কম হতে পারে। **উল্লেখ্য যে আমেরিকা-চায়না এই দুটি দেশই প্রতি বছর বৈশ্বিক মোট গ্রীন হাউস গ্যাসের ৫০% 'র বেশী উদগীরনের জন্য দায়ী। সুতরাং বৈশ্বিক তাপমাত্রা ১.৫ ডিগ্রী সেলসিয়াসে সীমিত রাখার জন্য এসকল দেশের উদগীরন লক্ষ্যমাত্রা কখোনাই নমনীয় হওয়া উচিৎ নয় বরং তাদের লক্ষ্যমাত্রা হতে হবে বিজ্ঞান ভিত্তিক এবং IPCC এর সুপারিশ অনুসারে।**

প্যারিস চুক্তির ধারা ৪.৪ এ বলা হয়েছে **ধনী [কার্বন উদগীরনকারী] দেশগুলো গ্রীন হাউস গ্যাস নিসঃরন হ্রাস করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী অবদান রাখবে এবং তাদের হ্রাস করার পরিমান নির্ধারিত হবে সংশ্লিষ্ট দেশসমুহের অর্থনীতির আকার অনুসারে। সুতরাং আমেরিকা, চায়নার অর্থনীতি যেহেতু বড় তাই কার্বন উদগীরন হ্রাস লক্ষ্যমাত্রাও হবে সবচেয়ে বেশী এবং বিজ্ঞানভিত্তিক অর্থাৎ ২০৩০ সালের মধ্যে ৪০-৫০% পর্যন্ত।**

৭. বৈশ্বিক তাপমাত্রা সীমিতকরনে "নেট জিরো" ধারনা উন্নয়নশীল দেশগুলো থেকে সম্পদ শোষনের সুযোগ করে দিতে পারে

"নেট জিরো" ধারনাটি IPCC এর বিজ্ঞানীরা অনন্যোপায় বিকল্প হিসাবে উপস্থাপন করলেও ধনী ও কার্বন উদগীরনকারী দেশগুলো এটাকে সুযোগ হিসাবে নিয়েছে যাতে কার্বন উদগীরন দীর্ঘদিন ব্যাপী চালিয়ে যাওয়া যায়। কারন "নেট জিরো" এর অর্থ হচ্ছে যে পরিমান কার্বন উদগীরন করা হবে তার সমপরিমান কার্বন অপসারন করা হবে। প্রশ্ন হচ্ছে অপসারন হবে কিসের মাধ্যমে। ধনী ও কার্বন উদগীরনকারী দেশগুলো এক্ষেত্রে এই মুহুর্তে বেছে নিয়েছে দরিদ্র ও স্বল্পোন্নত দেশগুলোর বিশাল বনভূমি সংরক্ষন ও ব্যবহারের কৌশলকে। ধনী দেশগুলো এসকল দেশকে কিছু টাকা দিবে বনভূমি সংরক্ষন ও সম্প্রসারন কাজে। **বনভূমি কার্বন শোষন করে তাই ধনী দেশগুলো তার দেশে কার্বন উদগীরন করে তার দায় দরিদ্র দেশগুলোর কাছে বিক্রি করবে এবং তারা কার্বন অপসারন করেছে বলে দাবী করবে।** যেহেতু এই পদ্ধতি একটি "বাজার ব্যবস্থার" এবং চুক্তির মাধ্যমে সংগঠিত হবে সুতারং এখানে সত্যিকার অর্থে কতটুকু কার্বন অপসারিত হয়েছে তা আসলে অস্পষ্ট থাকতে পারে। **"নেট জিরো" ব্যবহার করে ধনীদেশসমুহ এবং তাদের কর্পোরট সহযোগীরা বায়ুমন্ডলে গ্রীণ হাউস গ্যাস উদগীরন অব্যাহত রেখেও হাউস গ্যাস উদগীরন হ্রাস করছে এই দাবী করতে পারবে। পাশাপাশি দরিদ্র দেশগুলোর বিশাল ভুমি এবং জমির মালিকার ধনী দেশগুলোর কব্জায় চলে যাবে।**

আমরা কপ-২৬ সম্মেলনে দেখতে পেয়েছি যে, যুক্তরাজ্যসহ অনেক ধনী [আসলে তারা বৃহৎ কার্বন উদগীরনকারী] দেশসমুহ এবং তাদের কর্পোরেট দোসররা স্বল্পোন্নত, উন্নয়নশীল এবং জলবায়ু বিপদাপন্ন দেশগুলোকে ক্রমাগত চাপ দিয়েছে এই তথাকথিত "নেট জিরো" কপ-২৬ অর্থাৎ গ্লাসগো সম্মেলনে ধনী দেশগুলো একমত হয়েছে **ধারানাকে গ্রহন করতে। আমরা ইতিমধ্যেই পেরু, ব্রাজিল, বলিভিয়া এবং ইন্দোনেশিয়ার মত দেশগুলোকে এই প্রক্রিয়ায় যুক্ত হতে দেখেছি এবং আশংকা করছি ভবিষ্যতে এসকল দেশের বিশাল প্রাকৃতিক সম্পদ অচিরেই তাদের হাতছাড়া হতে পারে।**

৮. জলবায়ু অর্থায়নঃ ট্রিলিয়ন ডলারের টোপ/লোভ দেখিয়ে বিলিয়ন ডলার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে

প্যারিস চুক্তির ধারা-০৯ এ পরিষ্কার বলা হয়েছে, ধনী দেশসমুহ স্বল্পোন্নত ও বিপদাপন্ন দেশসমুহের জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা বিশেষ করে প্রশমন ও অভিযোজন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সহযোগীতা নিশ্চিত করবে। তবে উল্লেখ্য, এই চুক্তির পুর্বেই [২০০৯ সালের কপ-১৫ সম্মেলনে] ধনী দেশগুলো ২০২০ সাল থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত প্রতি বছর ১০০ বিলিয়ন ডলার প্রদান করার প্রতিশ্রুতি করে। প্যারিস রুলবুক চুড়ান্তকরন আলোচনায়ও এ বিষয়ে বেশ অগ্রগতি এবং আশাব্যঞ্জক ছিল। কিন্তু **গত কপ-২৬ গ্লাসগো সম্মেলনে ধনী দেশগুলো ১০০ বিলিয়ন ডলার অর্থায়নের প্রতিশ্রুতি ২০২৫ সাল পর্যন্ত পিছিয়ে দেয়। তাদের এই কৌশল থেকে এটা খুবই পরিষ্কার যে ধনী দেশগুলো এই অর্থায়ন থেকে মুলত সরে যাওয়ার অজুহাত এবং এ বিষয়ে কোন আলোচনা তারা করতে চায় না। তাদের এহেন ভূমিকা জলবায়ু বিপদাপন্ন দেশগুলোর সাথে এক ধরনের প্রতারনা ছাড়া আর কিছুই নয়।**

পক্ষান্তরে উন্নয়নশীল দেশগুলোর দাবীর মুখে ধনী দেশগুলো **জলবায়ু অর্থায়নের ক্ষেত্রে আরও অধিক পরিমান [প্রতিশ্রুত ১০০ বিলিয়ন ডলারের চাইতে বেশী] অর্থ কিভাবে ব্যবস্থা করা যায় সে বিষয় নিয়ে "New Collective & Quantified Goal on Finance-NCQG"- এর অধীনে একটি এজেন্ডা দেয় এবং আলোচনার করে।** উল্লেখ্য যে UNFCCC দরিদ্র, উন্নয়নশীল এবং বিপদাপন্ন দেশগুলোতে জলবায়ু অর্থায়নে ২০৩০ সালের মধ্যে প্রতি বছর প্রায় ২.৫ ট্রিলিয়ন ডলার [দুই লাখ ৫০ হাজার কোটি ডলার] অর্থের প্রয়োজন হতে পারে বলে ধারনা দেয় [UNCTAD estimates 2019]। ধনী দেশগুলো এই সযোগে উন্নয়নশীল ও বিপদাপন্ন দেশ ট্রিলিয়ন ডলার অর্থায়নের টোপ/লোভ দেখিয়ে ১০০ বিলিয়ন অর্থায়নের প্রতিশ্রুতি থেকে বিপদাপন্ন দেশগুলোতে বঞ্চিত করার চেষ্টা করছে।

NCQG লক্ষ্য বাস্তবায়নে কপ-২৬ সম্মেলনে একটি এড-হক ওয়ার্ক প্রোগাম [Ad-hoc Work Program] গঠন করা হয়েছে। এই কর্মসুচির অধীনে আগামী ২০২৪ সালের মধ্যে NCQG লক্ষ্য বাস্তবায়নে একটি রূপরেখা প্রনয়ন করবে। যেহেতু ধনী দেশগুলোর এই ২০২৫ পরবর্তী অর্থায়ন কৌশলটি উন্নয়নশীল দেশগুলোর দাবীর মুখে করা হয়েছে এবং তা বিষয়টি অনেকটা বাজার ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল তাই এখানে আমাদের আশা করা অত্যন্ত দুরহ যে, এই অর্থায়ন দরিদ্র ও জলবায়ু বিপদাপন্ন দেশগুলোর জন্য খুব ভাল কিছু নিয়ে আসবে।

৯. অভিযোজন অর্থায়নঃ প্রকৃত সহায়তার দরিদ্র দেশগুলোকে নিজেদের নিয়ন্ত্রনে রাখাই প্রধান উদ্দেশ্য

আগামী ২০২৫ সাল পর্যন্ত অভিযোজন তহবিলে অর্থায়নের পরিমান দ্বিগুন করা হবে এবং সেই অর্থের পরিমান হতে পারে কমপক্ষে ৪০

বিলিয়ন ডলার। প্রশ্ন হচ্ছে ধনী দেশগুলোর এ ধরনের প্রতিশ্রুতি কি অফিসিয়াল প্রক্রিয়া অনুসরন করে গৃহীত হয়েছে? আমদের অভিজ্ঞতা হচ্ছে এ ধরনের প্রতিশ্রুতি আসলে এখানে ধনী দেশগুলো জলবায়ু আলোচনা নিয়ন্ত্রন করার উদ্দেশ্যে দিয়ে থাকে কারন এই ধরনের আর্থিক প্রতিশ্রুতি প্যারিস চুক্তির কোন নীতি মেনে দেওয়া হচ্ছে না এবং কোন জলবায়ু আলোচনার কোন অন্তর্ভূক্ত আলোচ্যসুচির আওতায়ও থাকছে না। যে কারনে এই ধরনের প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়নও খুব কম দেখা যায়।

উল্লেখ্য যে, অভিযোজন খাতে ২০২১ সালের পুর্বে এর পরিমান ছিল মাত্র ২০.১০ বিলিয়ন ডলার এবং এর ৮০% অর্থই ছিল মূলত ঋণ। অথচ ধনী দেশগুলো বিশেষ করে তাদের সমর্থিত কিছু নাগরিক সমাজ [এনজিও প্রতিনিধি আসলে] বেশ ফলাও করে প্রচার করার চেষ্টা করেছে যে এই প্রতিশ্রুতি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ন অর্জন। বাস্তবতা হচ্ছে যেখানে **দরিদ্র, স্বল্পোন্নত/উন্নয়নশীল ও বিপদাপন্ন দেশগুলোর অভিযোজন খাতে প্রতিবছর প্রায় ৮০ বিলিয়ন ডলার প্রয়োজন এবং ২০৩০ সাল নাগাদ এই চাহিদা কমপক্ষে ১৩০-১৪০ বিলিয়ন ডলার পর্যন্ত পৌছতে পারে [UN Adaptation Gap Report 2020] সেখানে মাত্র ৪০ বিলিয়ন প্রতিশ্রুতি খুবই সামন্য অর্থ।**

দরিদ্র দেশসমুহের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে সোচ্চার দাবী তুললেও সেখানে প্রয়োজনীয় অর্থায়নের বিষয়ে ধনী দেশগুলো কোন কর্নপাত বা গুরুত্বই দিচ্ছে না। জলবায়ু বিপদাপন্ন দেশগুলোর অভিযোজন অর্থায়নের জন্য UNFCCC এর অধীনে Adaptation Fund এবং LDCF [Least Developed Countries Fund] নামে দুটি তহবিল আছে। অত্যন্ত হতাশার বিষয় হচ্ছে কপ-২৬ সম্মেলনে এ দুটি তহবিলে ধনী দেশগুলোর সরাসরি অর্থায়ন প্রতিশ্রুতি মাত্র ৭৫৯ মিলিয়ন ডলার।

আমরা দাবী করতে চাই জলবায়ু পরিবর্তনে দরিদ্র দেশসমুহ কোন দায় না থাকা সত্বেও তারা জলবায়ু পরবির্তনজনিত ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও হবে। দ্বীতিয়ত; বিষয়টি স্বীকার করে **প্যারিস চুক্তিতে জলবায়ু অর্থায়নের রূপরেখা দেওয়া হয়েছে যেখাতে কমপক্ষে ৫০% অর্থ অভিযোজন খাতে বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে। তাই অভিযোজন অর্থায়নও হতে হবে প্যারিস চুক্তির নীতি অনুসরন করে, বিজ্ঞানভিত্তিক [IPCC এর প্রতিবেদনের সুপারিশ অনুসারে] এবং প্রকৃত চাহিদার উপর ভিত্তি করে।** আগামী সম্মেলনে আমাদেরকে সেভাবেই কথা বলতে হবে।

১০. ক্ষয়ক্ষতি মোকাবেলায় পৃথক অর্থায়ন নীতিমালাঃ আমাদেরকে আবার নতুন করে সংগ্রাম করতে হবে

উন্নয়নশীল, জলবায় বিপদাপন্ন দেশগুলোসহ অনেক ধনী দেশসমুহেরও প্রত্যাশা ছিল যে কপ-২৬ সম্মেলনে ক্ষয়-ক্ষতি মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় অর্থায়ন কৌশল [পৃথক অর্থায়ন] আলোচনা প্রধান্য পাবে। সম্মেলনের পুরো সময় জুড়েই এ বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হয় বিশেষ করে "এসএনএলডি"-কে [Santiago Network for L&D] কার্যকর এবং এর মাধ্যমে অর্থায়ন করা। সেখানে জি-৭৭ সহ ১৩৪টি দেশের প্রতিনিধিরা ক্ষয়ক্ষতি মোকাবেলায় অর্থায়নের বিষয়ে একটি "টেক্সট" [The Glasgow Facility to finance the solutions to Loss and Damage] প্রস্তাবনা করেন এবং এই টেক্সটিকেই কপ-২৬ সম্মেলনের চুড়ান্ত দলিলে [Glasgow Climate Pact] অন্তর্ভূক্ত করার প্রস্তাব করেন। কিন্তু সম্লেনের শেষ দিকে এসে আমেরিকা এবং তার কিছু সহযোগী দেশ [যার মধ্যে কপ-২৬ প্রেসিডেন্সি অর্থাৎ যুক্তরাজ্যও ছিল] এই জি-৭৭ এর প্রস্তাবিত "টেক্সট" এর বিরোধীতা করে এবং তাদের এই বিরোধীতার কারনে প্রস্তাবিত "টেক্সট" টি নমনীয় করা হয় যেখানে The Glasgow Facility to finance the solutions to L&D] এর পরিবর্তে নতুন "Glasgow Dialogue on Finance for L&D" টেক্সট খসড়া প্রনয়ণ করা হয় এবং কপ-প্রেসিডেন্সি পরিবর্তীত টেক্সট গ্রহনে জি-৭৭ কে চাপ দিতে থাকে এবং নতুন টেক্সট গ্রহনে বাধ্য করে। যেহেতু ক্ষয়ক্ষতি অর্থায়নে "টেক্সট" চুড়ান্তকরনে সময় শেষ হয়ে যায় এবং অর্থায়নের বিষয় অমিমাংসিত থাকায় সংগত কারনের কপ-এর আইন অনুযায়ী এটা কপ-২৭ সম্মেলনে নতুন এজেন্ডা হিসাবে আলোচনা করতে হবে। তবে এই পিছিয়ে যাওয়া ফল হিসাবে ক্ষয়ক্ষতি বিষয়ক অর্থায়নে নতুন কোন পরিপূরক সিদ্ধান্ত গ্রহনের ক্ষেত্রে কমপক্ষে আরও দুই থেকে তিন বছর লাগতে পারে।

এখানে উল্লেখ্য যে "ক্ষয়ক্ষতি মোকাবেলায় অর্থায়ন" বিষয়টি দীর্ঘদিন ধরে আলোচনা হলেও কপ সেম্মলনের অফিসিয়াল এজেন্ডা বা আলোচ্যসুচি হিসাবে এখোনা অন্তর্ভূক্ত করা সম্ভব হয়নি। তবে বিষয়টি নিয়ে সারা বিশ্বের নাগরিক সমাজ এবং বিপদাপন্ন দেশগুলোর প্রতিনিধিরাও যথেষ্ট সোচ্চার যাতে "ক্ষয়ক্ষতি মোকাবেলায় অর্থায়ন" বিষয়টি আগামী কপ-২৭ সম্মেলনে এজেন্ডা হিসাবে অন্তর্ভূক্ত করা হয়। এটা করা সম্ভব হলেই তা নিয়ে আলোচনা করার শক্তিও জোরদার হবে। আমরা আশা করছি নতুন কপ-২৭ প্রেসিডেন্সি এ বিষয়ে কাংখিত ভূমিকা রাখবেন, কারন "ক্ষয়ক্ষতি মোকাবেলায় অর্থায়ন" বিষয়টি আফ্রিকান প্রতিনিধিরাই সর্বপ্রথম উত্থাপন করেছিলেন জলবায়ু বিপদাপন্ন দেশসমুহের অতি প্রয়োজনীয় টিকে থাকার কৌশল হিসাবে।

সচিবালয়ঃ বাড়ি-১৩, মেট্রো মেলডি,রোড-২.শ্যামলী,ঢাকা-১২০৭, **ফোন +৮৮ ০২ ৯১২০৩৫৮,**
+৮৮ ০২ ৯১১৮৪৩৫, ফ্যাক্স +৮৮ ০২৫৮১৫২৫৫৫ ইমেইল: info@equitybd.net ওয়েব. **www.equitybd.net**